প্রশ্ন 2 দ্রব্য সম্বন্ধে দেকার্তের মতবাদ আলোচনা করো।

উত্তর

## দ্রব্য সম্বন্ধে দেকার্তের মতবাদ

বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত দ্রব্যের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—"দ্রব্য হল তাই যা নিজের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না।"

### দ্রব্যের সংজ্ঞা

দেকার্তের দ্রব্যের সংজ্ঞার অর্থ হল যা স্বনির্ভর তাই হল দ্রব্য। সুতরাং দ্রব্য হল স্বনির্ভর সত্তা।

### দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য

দ্রব্য যদি স্বনির্ভর সত্তা হয় তবে তাহার স্বয়ম্ভূ, অসীম, অনন্ত, শাশ্বত, নিত্য, স্বপ্রকাশ, নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এইরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত দ্রব্য একটি হতে পারে, তা হল ঈশ্বর।

সুতরাং, দ্রব্য = স্বনির্ভর সত্তা = ঈশ্বর

ঈশ্বর যদি একমাত্র দ্রব্য হয়, তবে জড়দ্রব্য, মন, মানুষ এগুলি কি দ্রব্য নয়? দেকার্ত বলেন এগুলিও দ্রব্য। তবে স্বনির্ভর দ্রব্য নয়, পরনির্ভর বা সাপেক্ষ দ্রব্য। এগুলি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। তাই দেকার্ত দ্রব্যের আর-একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা হল—'যা গুণের আধার তা হল দ্রব্য'।

দেকার্ত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—

[1] **গুণ:** গুণ হল দ্রব্যের অপরিবর্তনশীল মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বিস্তৃতি হল জড়দ্রব্যের গুণ, চিন্তন হল মনের গুণ।

[2] **প্রত্যাংশ:** প্রত্যাংশ হল দ্রব্যের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য। যেমন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ হল জড়ের প্রত্যাংশ। ইচ্ছা-অনুভূতি হল মনের প্রত্যাংশ।

### দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ

দেকার্তের মতে দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ হল আধার-আধেয়। দ্রব্যে গুণ থাকে। দ্রব্য হল আধার, গুণ হল আধেয়। দেকার্তের মতে দ্রব্য তিনপ্রকার— [1] ঈশ্বর, [2] জড়দ্রব্য, [3] মন।

[1] **ঈশ্বর:** ঈশ্বর হলেন স্বনির্ভর নিরপেক্ষ দ্রব্য। এই ঈশ্বর জগৎ ও জীবের সৃষ্টিকর্তা।

Scanned with CamScanner

[2] জড়দ্রব্য: জড়দ্রব্য হল চেতনাহীন বিস্তৃতি। জড়দ্রব্য বহু, সীমিত, অনিত্য, সাপেক্ষ দ্রব্য।

[3] মন: মন হল বিস্তৃতিহীন চেতনা। মন বহু, সীমিত, অনিত্য, সাপেক্ষ দ্রব্য। জড়দ্রব্য ও মন পরস্পরবিরুদ্ধ এরা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

## সমালোচনা

[1] দেকার্ত প্রদত্ত দ্রব্যের প্রথম সংজ্ঞা এবং দ্বিতীয় সংজ্ঞা পরস্পর-বিরোধী। কেন-না স্বনির্ভর নিরপেক্ষ দ্রব্য এবং পরনির্ভর সাপেক্ষ দ্রব্য পরস্পরবিরোধী। তাই দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট।

[2] দেকার্ত প্রদত্ত দ্রব্যের সংজ্ঞা অনুসারে একটি মাত্র দ্রব্য (ঈশ্বর) স্বীকার করা উচিত। কিন্তু তিনি তিনটি দ্রব্য স্বীকার করে আত্মবিরোধী কথা বলেছেন। তাই দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট।

[3] দেকার্ত প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে জড়দ্রব্য ও মন পরস্পরবিরুদ্ধ দ্রব্য। আবার মানুষ দেহ ও মনের যুগ্ম সত্তা। দেহ ও মন বিরুদ্ধ সত্তা দিয়ে মানুষকে তিনি যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং, দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট।

[4] দেকার্ত ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কেন-না ঈশ্বর যদি স্বনির্ভর সত্তা ও অসীম দ্রব্য হন তবে জগতের বাইরে কি ঈশ্বর আছেন? যদি থাকেন তবে জগতের দ্বারা তিনি সীমিত হবেন। ফলে তিনি স্বনির্ভর হবেন না। সুতরাং, দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্ব সন্তোষজনক নয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন 3 দ্রব্য সম্পর্কে স্পিনোজার মতবাদটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

◆ উত্তর

## দ্রব্য সম্পর্কে স্পিনোজার মতবাদ

দেকার্তের দ্রব্যতত্ত্বের অসংগতি দূর করার জন্য, ঈশ্বর ও জগতের অভিন্নতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে, সর্বেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দেকার্তের উত্তরসূরি স্পিনোজা তাঁর 'Ethics' গ্রন্থে দ্রব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ প্রকাশ করেছেন।

### দ্রব্যের সংজ্ঞা

"যা নিজে নিজেই অস্তিত্বশীল এবং যাকে নিজের সাহায্যে বোঝা যায়, অর্থাৎ কিনা অপর কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়া যার সম্পর্কে ধারণা গঠন করা যায় তাই হল দ্রব্য।" এককথায় স্পিনোজার মতে যা স্বনির্ভর ও স্ববেদ্য তাই হল দ্রব্য।

### দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য

দ্রব্য যদি স্বনির্ভর হয় তবে তার থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় দ্রব্য হবে স্বয়ম্ভূ, অনন্ত, এক, শাশ্বত, অপরিণামী, স্বাধীন, নির্বিশেষ, সবকিছুর আশ্রয়।

স্পিনোজার মতে একমাত্র দ্রব্য হল ঈশ্বর। দ্রব্য যদি স্বনির্ভর সত্তা হয় তবে তা হবে একমাত্র ঈশ্বর। এইভাবে স্পিনোজা প্রমাণ করলেন—দ্রব্য = ঈশ্বর।

দ্রব্য হল ঈশ্বর। এই ঈশ্বর জগতের কারণ। কুম্ভকার যে অর্থে ঘটের কারণ, ঈশ্বর সেই অর্থে জগতের কারণ নন। অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের অতিবর্তী কারণ নন। দুগ্ধ যে অর্থে তার শ্বেত বর্ণের কারণ, ঈশ্বর সেই

Scanned with CamScanner

অর্থে জগতের কারণ। অর্থাৎ অন্তর্বর্তী কারণ। তিনি জগতের অন্তস্থিত কারণস্বরূপ। জগতের সকল বস্তুর সমষ্টি হল ঈশ্বর। এইভাবে স্পিনোজা প্রমাণ করলেন—ঈশ্বর = জগৎ।

অর্থাৎ স্পিনোজার মতে—

দ্রব্য = ঈশ্বর

ঈশ্বর = জগৎ

∴ দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ

এইভাবে স্পিনোজা প্রমাণ করলেন দ্রব্য, ঈশ্বর ও জগতের অভিন্নতা। সুতরাং সবকিছুই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সবকিছু। স্পিনোজার এই বক্তব্য সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত।

## দ্রব্যের গুণ

স্পিনোজার মতে দ্রব্যকে সরাসরি জানা যায় না, গুণের মাধ্যমে দ্রব্যকে জানা যায়। গুণ হল দ্রব্যের উপাদান ও স্বরূপ ধর্ম। ঈশ্বরের অসীম ও অনন্ত সংখ্যক গুণ আছে। তার মধ্যে মানুষ কেবল দুটি গুণকে জানতে পারে তা হল চিন্তন ও বিস্তৃতি।

## দ্রব্যের প্রত্যংশ

স্পিনোজার মতে দ্রব্য এক ও অনন্ত। দ্রব্য, ঈশ্বর, জগৎ এক ও অভিন্ন। তাই যদি হয় তবে আমরা এই জগতের বহু দ্রব্য প্রত্যক্ষ করি কেন?

এই সমস্যার সমাধান করেছেন স্পিনোজা তাঁর প্রত্যংশ ধারণার সাহায্যে। তিনি বলেন এক দ্রব্য থেকে বহুর উৎপত্তি হয়। অপরিণামী দ্রব্য থেকে পরিণামী বিষয়ের উৎপত্তি হয়। স্পিনোজা বলেন যা পরিণামী, সান্ত বস্তু দেখছি তা হল প্রত্যংশ। প্রত্যংশ হল সীমিত রূপ যার মাধ্যমে দ্রব্য নিজেকে বিশেষ বিশেষ সান্ত বস্তুরূপে প্রকাশ করে। সকল সান্ত বস্তু ঈশ্বরের প্রত্যংশ।

## দ্রব্যের সঙ্গে প্রত্যংশের সম্বন্ধ

স্পিনোজা বলেছেন সমুদ্রের কাছে তরঙ্গ যা, যারা সমুদ্রে নিয়ত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, যারা যথার্থ নয়, দ্রব্যের কাছে প্রত্যংশও তাই। প্রত্যংশ বা সান্ত বস্তুর নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। প্রত্যংশ হল অসীম দ্রব্যের অবভাস। দ্রব্য হল শাশ্বত ও নিত্য। প্রত্যংশ হল অনিত্য। সুতরাং স্পিনোজার মতে—"দ্রব্য = ঈশ্বর = গুণ = প্রত্যংশ = জগৎ"।

## সমালোচনা

[1] স্পিনোজার মতে দ্রব্য এক। দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ। তিনি বহুত্বকে, সান্ত বস্তুকে, জগৎবৈচিত্র্যকে মিথ্যা বা ভ্রম বলে অস্বীকার করেছেন। ফলে তিনি প্রত্যক্ষবিরোধী অবাস্তব কথা বলেছেন।

[2] স্পিনোজার 'দ্রব্য = ঈশ্বর = জগৎ'—এই সমীকরণ থেকে নিঃসৃত হয় 'মন = জড়'। কিন্তু এই সমীকরণ সত্য হতে পারে না। কারণ মন চিন্তা করতে পারে কিন্তু জড় পারে না। তাই স্পিনোজার এই সমীকরণ সত্য নয়।

[3] সর্বেশ্বরবাদ স্বীকার করলে 'মানুষ = টেবিল'—এই সমীকরণকে সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। ফলে সর্বেশ্বরবাদ প্রকৃতিবাদ ও জড়বাদে পরিণত হবে, যা সন্তোষজনক নয়।

Scanned with CamScanner